

## سُورَةُ النُّورِ مَدَنِيَّةٌ

### ২৪- সূরা আন নূর

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৬৫ আয়াত এবং ৯ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা,  
পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। ইহা সেই সূরা, যাহা আমরা নামেল করিয়াছি এবং  
যাহাকে আমরা ফরয করিয়াছি এবং ইহাতে আমরা  
সমৃদ্ধ নিদর্শনাবলী নামেল করিয়াছি যেন তোমরা  
উপদেশ গ্রহণ কর ।

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ  
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ②

৩। বাড়িচারিণী ও বাড়িচারী — ইহাদের প্রত্যেককে  
তোমরা একশত বেগাঘাত করিবে; এবং যদি তোমরা  
আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান রাখ তাহা হইলে আল্লাহর  
বিধান পালনে যেন ঐ দুই অপরাধীর সম্বন্ধে তোমাদের অন্তরে  
মায়্যা-মমতার উদ্বেক না হয়, এবং যেন মোমেনদের এক  
জমায়াত তাহাদের উভয়ের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে ।

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً  
جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ  
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا  
طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ③

৪। বাড়িচারী কেবল বাড়িচারিণী অথবা মোশরেক নারী  
বাতীত কাহারও সহিত যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে না এবং  
বাড়িচারিণী— বাড়িচারী অথবা মোশরেক বাতীত কেহ তাহার  
সহিত যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে না, এবং মোমেনদের  
জনা ইহা হারাম করা হইয়াছে ।

الَّذِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ  
الَّتِي لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَخُورٌ ذَلِكَ عَلَى  
الْمُؤْمِنِينَ ④

৫। এবং যাহারা সতী রমণীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে,  
অতঃপর তাহারা চারিজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাহা হইলে  
তাহাদিগকে তোমরা আশীটি বেগাঘাত কর এবং তাহাদের সাক্ষ্য  
কখনও গ্রহণ করিও না; বস্তুতঃ ইহারা ই দুষ্টকারী ।

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ لِحُصْنَتٍ لَمْ يَأْتُوا بِأَدْبَعَةٍ  
شَهَادَةٍ فَاجْلِدُواهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا  
لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ⑤

৬। কেবল তাহারা বাতীত, যাহারা ইহার পর তওবা করে  
এবং নিজেদের সংশোধন করে; কারণ নিশ্চয় আল্লাহ অতীব  
ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ اللَّهَ  
عَفُورٌ رَحِيمٌ ⑥

৭। এবং যাহারা নিজেদের স্বীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং তাহার নিজেরা ছাড়া তাহাদের নিকট অন্য কোন সাক্ষী থাকে না, তাহা হইলে তাহাদের প্রত্যেকের এইরূপ সাক্ষা হওয়া উচিত যে, সে আল্লাহর নামে চারিবার কসম খাইয়া সাক্ষা দিবে যে, সে সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত;

৮। এবং পঞ্চমবার সাক্ষা দিবে যে, সে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হইলে, তাহার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হইবে।

৯। কিন্তু সেই মহিলা হইতে ইহা শাস্তিকে দূর করিবে যে, সে চারিবার আল্লাহর কসম খাইয়া সাক্ষা দিবে, সেই পুরুষটিই মিথ্যাবাদী;

১০। এবং পঞ্চমবার সাক্ষা দিবে যে, যদি পুরুষটি সত্যবাদী হয়, তাহা হইলে স্বীর উপর আল্লাহর ক্রোধ বর্ষিত হইবে।

১১। এবং যদি তোমাদের উপর আল্লাহর ফয়ল এবং রহমত না হইত (তাহা হইলে তোমরা কষ্টে পড়িত), বস্তুতঃ আল্লাহ বারবার তওবা গ্রহণকারী ও পরম প্রজ্ঞাময়।

১১]  
৭

১২। নিশ্চয় যাহারা এক জঘনা অপবাদ রটনা করিয়াছিল তাহারা তোমাদেরই মধ্য হইতে এক দল ছিল; তোমরা ইহাকে নিজেদের জন্য অনিষ্টকর মনে করিও না, বরং ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; তাহাদের মধ্য হইতে প্রত্যেকের জন্য সেই পরিমাপ শাস্তি হইবে যে পরিমাপ সে পাপ করিয়াছে; এবং তাহাদের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি উহার (পাপের) প্রধান অংশের জন্য দায়ী, তাহার জন্য গুরুতর শাস্তি নির্ধারিত আছে।

১৩। যখন তোমরা এই কথা শুনিয়াছিলে তখন মোমেন পুরুষগণ এবং মোমেন নারীগণ কেন নিজেদের সম্মুখে ভাল ধারণা করে নাই এবং বলে নাই, ইহা তাহা অপবাদ ?

১৪। তাহারা (যাহারা এই অপবাদ ছড়াইয়াছিল) কেন এই বিষয়ে চারিজন সাক্ষী উপস্থিত করে নাই ? সুতরাং যেহেতু তাহারা সাক্ষী উপস্থিত করে নাই, এইজন্য তাহারা আল্লাহর দৃষ্টিতে নিশ্চয় মিথ্যাবাদী।

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ  
اِلَّا اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعٌ شَهَدَاتٌ  
بِاللهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ  
الْكٰذِبِيْنَ ۝

وَيَذَرُهَا الْعَدَابُ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ  
بِاللهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝

وَالْخَامِسَةُ اَنَّ عَذَابَ اللهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ  
الصّٰدِقِيْنَ ۝

وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللهَ  
بِغُلُوْبِ تَوَابِ حِكِيْمٌ ۝

اِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِاِلْفِكَ غَضَبٌ مِنْكُمْ لَاقْبُوْهُ  
سَبْعًا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ اِمْرِئٍ فِتْنَةٌ وَاَلَسَبَّ  
مِنَ الْاِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ  
عَظِيْمٌ ۝

لَوْلَا اِذْ سَبَعْتُوْهُ هَلَتْ اَلْاُيُوْمُوْنَ وَالْاُسُوْمُوْنَ  
بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَّقَالُوْا هٰذَا اِنْكَ فِتْنَةٌ ۝

لَوْلَا جَاءُوْا عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاِذْ لَمْ يَأْتُوْا  
بِالشُّهَدَاءِ قَالُوْا لَكَ عِنْدَ اللهِ هُمْ الْكٰذِبُوْنَ ۝

১৫। এবং যদি তোমাদের উপর আল্লাহর ফয়ল এবং তাঁহার রহমত ইহকালে ও পরকালে না হইত, তাহা হইলে সেই কাজের জন্য যাহাতে তোমরা নিপু হইয়াছিলে, তোমাদিগকে অবশ্যই এক গুরুতর শাস্তি স্পর্শ করিত।

১৬। (এইজন্য যে) যখন তোমরা নিজেদের রসনাসমূহ দ্বারা ইহা (অপবাদ) শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলে এবং তোমরা নিজেদের মুখে এমন কথা বলিতেছিলে, যাহার সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান ছিল না, তোমরা এই কথাকে সাধারণ মনে করিয়াছিলে, অথচ ইহা আল্লাহর দৃষ্টিতে অতি গুরুতর ছিল।

১৭। এবং কেন এইরূপ হইল না যে, যখন তোমরা ইহা গুনিয়াছিলে তখন তোমরা বলিলে না যে, 'এই বিষয়ে আমাদের পরস্পরের মধ্যে চর্চা করার কোন অধিকার নাই। (যে আল্লাহ্!) তুমি পবিত্র, ইহা একটি গুরুতর অপবাদ।'

১৮। আল্লাহ্ তোমাদিগকে এইরূপ কাজ পুনরায় করিতে চিরতরে বারণ করিতেছেন, যদি তোমরা মো'মেন হও।

১৯। এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য (নিজ) আদেশাবলী বর্ণনা করিতেছেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজানী, প্রজাময়।

২০। যাহারা এই কামনা করে যে, মো'মেনদের মধ্যে অলীনতা বিস্তার লাভ করুক, তাহাদের জন্য নিশ্চয় ইহকালে ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক আযাব আছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ জ্ঞানেন এবং তোমরা জান না।

২১। এবং যদি তোমাদের উপর আল্লাহর ফয়ল ও তাঁহার রহমত না হইত (তাহা হইলে তোমরা কষ্ট পতিত হইতে) বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব স্নেহশীল, পরম দয়াময়।

২২। হে মো'মেনগণ! তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিও না এবং যে ব্যক্তি শয়তানের পদাংক অনুসরণ করে, তাহার জন্য উচিত যে, নিশ্চয় সে অলীন ও ঘৃণ্য কাজের আদেশ দেয়, এবং যদি তোমাদের উপর আল্লাহর ফয়ল ও তাঁহার রহমত না হইত, তাহা হইলে তোমাদের কেহই পবিত্র হইতে পারিত না, কিন্তু আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন পবিত্র করেন; এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজানী।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَسْتُمْ فِي مَا أَقْسَمْتُمْ بِهِ مَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

إِذْ تَلْقَوْنَهُ بِالْيَتِيمِ كُمْ وَتَقُولُونَ بِأَنفُسِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسِبُونَهُ هَيِّئًا ۖ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ۝

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا ۖ كُفْرُكُمْ هَذَا بِهَتَّاءٍ عَظِيمٌ ۝

يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِللْفِتْنَةِ أَيْدًا ۚ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادُونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ وَفٍ ۚ رَحِيمٌ ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالنَّكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا ذُكِرْتُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا ۚ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

২৩। এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী, তাহারা যেন কসম না খায় যে, তাহারা তাহাদের আত্মীয়স্বজনকে এবং মিসকীনগণকে এবং আল্লাহর পথে হিজরতকারীদিগকে সাহায্য দান করিবে না। তাহারা যেন মার্জনা করে এবং ক্ষমা করে। তোমরা কি চাহনা যে, আল্লাহ তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ জতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

২৪। নিশ্চয় ঐ সকল লোক যাহারা সত্যী, অসতর্ক মো'মেন মহিলাদের বিরুদ্ধে অপবাদ রটায় তাহারা ইহকালে ও পরকালে অভিশপ্ত হইবে এবং তাহাদের জন্য মহা আযাব অবধারিত।

২৫। যেদিন তাহাদের জিহ্বা, তাহাদের হস্ত এবং তাহাদের পদসমূহ তাহাদের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে;

২৬। সেদিন আল্লাহ তাহাদিগকে তাহাদের সঠিক ও পূর্ণ প্রতিফল পূরাপূরি দিবেন এবং তাহারা জানিবে যে, আল্লাহ্ই সুস্পষ্ট সত্য।

২৭। অপবিত্র বিষয়সমূহ অপবিত্র লোকগণের জন্য এবং অপবিত্র লোকগণ অপবিত্র বিষয়সমূহের জন্য এবং পবিত্র বিষয়সমূহ পবিত্র লোকগণের জন্য এবং পবিত্র লোকগণ পবিত্র বিষয়সমূহের জন্য, এই সকল লোক ঐ সব বিষয়ে নিদোষ যাহা তাহারা বলে। তাহাদের জন্য ক্ষমা এবং সম্মান-জনক রিয্ক (নির্ধারিত) আছে।

২৮। হে মো'মেনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ বাতিরকে অন্য গৃহে প্রবেশ করিও না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা অনুমতি গ্রহণ কর এবং গৃহবাসীগণকে সালাম কর। ইহা তোমাদের জন্য উত্তম হইবে যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

২৯। এবং যদি তোমরা ঐ সকল গৃহে কাহাকেও না পাও, তাহা হইলে তোমরা উহাতে প্রবেশ করিও না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়া হয়। এবং যদি তোমাদিগকে বলা হয়, 'ফিরিয়া যাও' তাহা হইলে তোমরা ফিরিয়া আসিও, ইহা তোমাদের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ হইবে। এবং তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ উহা ভালভাবে জানেন।

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَصْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا يُبْصِرُونَ أَنَّ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٣﴾

إِنَّ الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْفُجُولِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٤﴾

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾

يَوْمَ لَا يُؤْفِكُ بِهِمُ اللَّهُ وَيَتْلُوهُنَّ أَنْ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ الْيَقِينُ ﴿٢٦﴾

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالْكَلْبَتِ لِلْكَلْبَتِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ وَأُولَٰئِكَ مُبَذَّوْنَ وَمَتَىٰ يَاقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٧﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٨﴾

فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يَذُنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ازْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

৩০। তোমাদের উপর কোন পাপ বর্ষাইবে না যদি তোমরা এমন অনাবাদ গৃহসমূহে প্রবেশ কর যাহাতে তোমাদের প্রবাস্ত্রার রহিয়াছে, এবং আল্লাহ্ জনেন উহাও যাহা তোমরা প্রকাশ কর এবং উহাও যাহা তোমরা গোপন কর।

৩১। তুমি মো'মেনদিগকে বল, তাহারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাহাদের লজ্জাস্থানসমূহের হিফায়ত করে। ইহা তাহাদের জন্য অত্যন্ত পবিত্রতার কারণ হইবে। নিশ্চয় তাহারা যাহা করে সেই সম্বন্ধে আল্লাহ্ ডানভাবে অবগত আছেন।

৩২। এবং তুমি মো'মেন নারীদিগকে বল, তাহারাও যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হিফায়ত করে এবং নিজেদের সৌন্দর্যকে প্রকাশ না করে, কেবল উহা বাতিরেকে যাহা স্বতঃই প্রকাশ পায়; এবং তাহারা উড়নাগুলিকে নিজেদের বক্ষঃদেশের উপর টানিয়া লয়, এবং তাহারা যেন তাহাদের স্বামীগণ অথবা তাহাদের পিতাগণ অথবা তাহাদের স্বামীর পিতাগণ অথবা তাহাদের পুত্রগণ অথবা তাহাদের স্বামীর পুত্রগণ অথবা তাহাদের ভ্রাতাগণ অথবা তাহাদের ভ্রাতুষ্পুত্রগণ অথবা নিজেদের ডগ্গী-পুত্রগণ অথবা তাহাদের সমশ্রেনীর নারীগণ অথবা তাহারা যাহাদের মালিক হইয়াছে তাহাদের ডান হাত অথবা পুরুষদের মধ্য হইতে যৌন-কামনাবিহীন অধীনস্থ ব্যক্তিগণ অথবা নারীদের গোপন বিষয়সমূহ সম্বন্ধে অস্ত্র বালকগণ বাতীত অপর কাহারও নিকট নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। এবং তাহাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে যেন তাহারা সজোরে পা দিয়া আঘাত না করে। এবং হে মো'মেনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার।

৩৩। এবং তোমাদের মধ্যে বিধবা এবং তোমাদের দাস এবং দাসীগণের মধ্যে যাহারা সং, তোমরা তাহাদের বিবাহ করাও। যদি তাহারা অভাবগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহ দ্বারা তাহাদিগকে সম্বল করিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রাচুর্যের অধিকারী, সর্বজ্ঞানী।

৩৪। এবং যাহাদের বিবাহ করিবার সামর্থ্য নাই, তাহারা যেন পবিত্রতা রক্ষা করিয়া চলে যতদূর পর্যন্ত না আল্লাহ্ তাহাদিগকে নিজ অনুগ্রহ দ্বারা সামর্থ্যবান করিয়া দেন। এবং

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ③

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُجُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ بَنَى أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ بَنَى أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّحِيَّاتِ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الْجَالِ أَوِ الْوَلَدِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوَالِي النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوَلَّوْا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا إِنَّهُ يَوْمُئِذٍ عَلِيمٌ ④

وَأَكْرِمُوا الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبَ مِنْكُمْ وَالضُّلَّيْحِينَ مِنْ بَنَاتِكُمْ وَآمَّا بِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ⑤

وَلَيْسَتْ غُفُورَاتِ الَّذِينَ لَا يُجِدُونَ رِجَالًا عَنْهُمْ يُعْهِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكُتُبَ وَمِمَّا مَلَكَتْ

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هُمُومَ الَّذِينَ هُمْزُوا عَلَيْهِمُ عَذَابُ اللَّهِ وَأَنَّهُمْ  
مِنَ الْغَالِقِينَ إِنَّ اللَّهَ الَّذِي آتَاكُمْ مَا تَدْعُونَ لَكُمْ وَلَا تَكُونُوا فِتْيَةً  
عَلَى الْبَغَاةِ إِنَّ أَوْدَانَ تَحْتَصِنًا لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ  
الْذُّنُوبِ وَمَنْ يُكَلِّمْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَيْنِ أَكْوَافِهِمْ  
غَوْرٌ رَجِيمٌ ﴿٥٠﴾

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبِينَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٦٦﴾

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِثْقَا ذَرَّةٍ فِي الْمِيزَانِ  
 وَضَبَّاحُ الْإِصْبَاحِ فِي رُجَايَةِ الرَّجَاءِ هَاتَا لَوْ كُنْتُ  
 ذَرِيَّةَ نُوحٍ لَوَقْتُ مِنْ شَجَرَةِ غَيْرِكِ وَيَتَوَلَّى لِأَمْرِ قِيَّةٍ  
 وَلَا غَرَبِيَّةٍ وَيَكَادُ رَيْتُهُمَا يَفُوقُ وَكَوْنُهُ تَسْلَسُلُهُ  
 حَاكِمُهُ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ  
 وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ  
 عَلِيمٌ

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تَرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ  
يَسْبَحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿٥٠﴾

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ  
وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا  
تَتَفَلَّحُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٥٧﴾

৩৯। যেন আল্লাহ তাহাদিগকে তাহাদের কৃত-কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেন এবং নিজ অনুগ্রহ দ্বারা তাহাদিগকে আরও বাড়াইয়া দেন। এবং আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন বেহিসাব রিয়ক দান করেন।

৪০। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের কৃত-কর্মসমূহ বিশাল মরুভূমিতে অবস্থিত মরীচিকার ন্যায়, যাহাকে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি পানি মনে করে। এমন কি সে যখন উহার নিকটে পৌঁছে তখন সে উহাকে দেখে যে উহা কিছুই নহে। এবং আল্লাহ্কে নিজের নিকটে দেখিতে পায়, তখন আল্লাহ তাহাকে তাহার হিসাব পূর্ণ মাত্রায় চুকাইয়া দেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অতি তৎপর।

৪১। অথবা (তাহাদের কৃত-কর্মের অবস্থা) গভীর সমুদ্রে বিরাজমান এমন অন্ধকাররাশির ন্যায় যাহাকে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে যাহার উপর মেঘমালা রহিয়াছে, এই অন্ধকাররাশি এমন যাহা স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত। যখন কেহ তাহার হাত বাহির করে তখন সে উহা আদৌ দেখিতে পায় না; আল্লাহ্ যাহার জন্য নূর নির্ধারিত করেন নাই তাহার জন্য কোনই নূর নাই।

৪২। তুমি কি দেখিতেছ না যে তাহারা আল্লাহ্রই পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছে যাহারা আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে আছে এবং পক্ষীকুল ও (উহাদের) ডানা বিস্তৃত অবস্থায়? তাহাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ নামায ও নিজ নিজ তসবীহ জানে। এবং তাহারা যাহা কিছু করিতেছে আল্লাহ্ উহা খুব ভালভাবে অবগত আছেন।

৪৩। এবং আকাশসমূহের ও পৃথিবীর আধিপত্য একমাত্র আল্লাহ্রই, এবং আল্লাহ্রই দিকে সকলকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

৪৪। তুমি কি দেখ নাই যে, আল্লাহ্ মেঘমানাকে ধীরে ধীরে পরিচালিত করেন, অতঃপর, উহাদিগকে একত্রে বিনাস্ত করেন এবং স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত করেন, অতঃপর তুমি উহার মধ্য হইতে রুষ্টি ধারা ঝরিতে দেখিতে পাও? এবং এই রুষ্টি ধারা তিনি আকাশ হইতে—পাহাড় (সদৃশ মেঘমালা) হইতে বর্ষণ করেন যাহার মধ্যে এক প্রকার শিলা থাকে, অতঃপর তিনি যাহাকে চাহেন উহা দ্বারা আঘাত করেন এবং যাহার উপর হইতে চাহেন তিনি উহা সরাইয়া দেন। উহার বিদ্যুৎ-ঝলক যেন দৃষ্টিসমূহকে অপসারণ করিবার উপক্রম করে।

لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَزَيِّدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ يَفْعَلُونَ يَخَسِبُهَا الْقُلُوبُ مَاءً شَاظًا إِذَا حَادُّهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ قُوَّةَهُ حِسَابُهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

أَوْ كَالظُّلُمِ فِي بَحْرٍ لَجِي يَغْشَاهُ مَجْ مِنْ قُوَّةٍ مَوْجٍ مِنْ قُوَّةٍ سَعَابٌ طُلُتْ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكِدْ يَرِيهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ۝

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْطَّيْرِ صَفْصَفٌ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۝

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۝

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُحْيِي بِهِ مِنَ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكِيدُ سُنَّ بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ۝

৪৫। আল্লাহ্ রাত্রি ও দিবসের আবর্তন ঘটান। নিশ্চয় ইহার মধ্যে চক্ষুমান ব্যক্তিগণের জন্য সবিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় আছে।

৪৬। আল্লাহ্ সকল প্রাণীকে পানি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। উহাদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা পেটের উপর ডর দিয়া চলে এবং তাহাদের কতক এমন আছে যাহারা দুই পায়ের উপর ডর দিয়া চলে এবং তাহাদের কতক এমনও আছে যাহারা চারি পায়ের উপর ডর দিয়া চলে। আল্লাহ্ যাহা চাহেন সৃষ্টি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

৪৭। নিশ্চয় আমরা সমুজ্জল নিদর্শনসমূহ অবতীর্ণ করিয়াছি। এবং আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন সরল-সূক্ষ্ম পথ পরিচালিত করেন।

৪৮। এবং তাহারা বলে, ‘আমরা আল্লাহ্ ও এই রসূলের উপর ঈমান আনিয়াছি এবং আনুগত্য করিয়াছি।’ কিন্তু ইহার পর তাহাদের মধ্য হইতে এক দল মুখ ফিরাইয়া লয়। বস্তুতঃ ইহারা (কখনও) মো’মেন নহে।

৪৯। এবং যখন তাহাদিগকে আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের দিকে এই জন্য আহ্বান করা হয় যেন সে তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করে, তখন দেখ! সহসা তাহাদের মধ্য হইতে একদল মুখ ফিরাইয়া লয়।

৫০। এবং যদি এই হুক্ (ফয়সালা) তাহাদের পক্ষে যায়, তাহা হইলে তাহারা বিনত হইয়া তাহার নিকট ছুটিয়া আসে।

৫১। তাহাদের অন্তরে কি কোন ব্যাধি আছে? অথবা তাহারা সন্দেহ পোষণ করিতেছে? অথবা তাহারা ভয় করিতেছে যে, আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল তাহাদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব করিয়া অবিচার করিবেন? নহে, বরং তাহারা ই যালেম।

৫২। নিশ্চয় মো’মেনদের উক্তি ইহাই যে, যখন তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেওয়ার জন্য তাহাদিগকে আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তাহারা বলে, ‘আমরা শুনিলাম এবং আনুগত্য করিলাম।’ বস্তুতঃ ইহারা ই হইবে সফলকাম।

يُغْلِبُ اللَّهُ الْيَتِيمَ وَالنَّهَارَاتِ فِي ذَلِكَ يُجِبُّ  
لِدُولِي الْأَبْصَارِ ⑤

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑥

لَقَدْ آتَيْنَا آيَاتٍ مُبِينَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ⑦

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَحْضَيْنَا ثِمَارَ بَنَاتِنَا قَرِينًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْلُو ذَلِكَ وَأُولَئِكَ السَّامِعُونَ ⑧

وَلِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ⑨

وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ⑩

إِنْ قُلُوبُهُمْ قَرَمَتْ أَمَرْتَابُوا أَمْرًا كَأَنْ لَيْسَ بِهِمْ شَيْءٌ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ⑪

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ⑫



৫৩। এবং যাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য করে এবং আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁহার তাকওয়া অবলম্বন করে, তাহারা ই কৃতকার্য হয়।

৫৪। এবং তাহারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্‌র কসম খায় যে, যদি তুমি তাহাদিগকে আদেশ কর তাহা হইলে তাহারা অবশ্যই বাহির হইবে। তুমি বল, 'তোমরা কসম খাইও না; তোমাদের নিকট হইতে কেবল যথোচিত আনুগত্যই হওয়া চাই। তোমরা যাহা কিছু কর সেই সম্বন্ধে নিশ্চয় আল্লাহ সর্বিশেষ অবহিত।'

৫৫। ভূমি বল, 'তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং এই রসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুশ্ফিরাইয়া নও তাহা হইলে এই রসূলের উপর কেবল উহারই দায়িত্ব মাফা তাহাকে অর্পণ করা হইয়াছে এবং তোমাদের উপরে কেবল উহারই দায়িত্ব মাফা তোমাদিগকে অর্পণ করা হইয়াছে। যদি তোমরা তাহার আনুগত্য কর তাহা হইলে তোমরা হেদায়াত পাইবে। এবং এই রসূলের দায়িত্ব কেবল সুস্পষ্টভাবে (পয়গাম) পৌছাইয়া দেওয়া।

৫৬। হোমাদের মধ্য হইতে যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাহাদের সঙ্গে ওয়াদা করিয়াছেন যে, তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে পৃথিবীতে শলীফা নিযুক্ত করিবেন যেভাবে তিনি তাহাদের পূর্ববর্তীগণকে শলীফা নিযুক্ত করিয়াছিলেন; এবং অবশ্যই তিনি তাহাদের জন্য তাহাদের দীনকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন যাহাকে তিনি তাহাদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন, এবং তাহাদের ভয়-ভীতির অবস্থার পর উহাকে তিনি তাহাদের জন্য নিরাপত্তায় পরিবর্তন করিয়া দিবেন; তাহারা আমার ইবাদত করিবে, আমার সঙ্গে কোন কিছুকেই শরীক করিবে না। এবং ইহার পর যাহারা অস্বীকার করিবে, তাহারা হইবে দুশ্চিন্তাকারী।

৫৭। এবং তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও এবং এই রসূলের আনুগত্য কর যেন তোমাদের উপর রহমত বর্ষণ করা যায়।

৫৮। তুমি কখনও ধারণা করিও না যে, যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা পৃথিবীতে আমাদিগকে (আমাদের পরিকল্পনায়) বার্থ করিতে পারিবে, তাহাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম এবং উহা অতিশয় মন্দ পরিণামস্থল।

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَٰئِكَ  
هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٥٧﴾

وَأَقْسُوا إِلَٰهًا جَهْدَ أَيَّسَرِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ  
قُلْ لَا تَقْسُوا طَاعَةَ مَعْرُوفَةٍ ۖ إِنْ اللَّهَ خِيفَ مَا  
تَعْمَلُونَ ﴿٥٠﴾

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا فَيُغْنِكُمُ اللَّهُ وَرَحْمَتُهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ ۝٥٠

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَيْفَ كَانَ لَهُمْ وَبِعَهُمُ الْغِيْثُ لَهُمْ وَيَلْبِذَ لَهُمْ قُرُونًا بَعْدَ خَوَافِهِمْ آمَنًا يَّعْبُدُونَ وَيَفِي لَآيُشْرُكُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ كُفْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥٠﴾

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرُّسُلَ  
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٠﴾

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ  
يَعْمَلُونَ مِثْلَ شِرَارٍ وَمَا لَهُمُ النَّارُ وَلَيْسَ الْمَصِيرُ ۝

৫৯। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমাদের জান হাত যাহাদের অধিকারী হইয়াছে তাহারা এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা এখনও প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছে নাই তাহারা যেন তিন সময় তোমাদের অনুমতি গ্রহণ করে (তোমাদের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিবার জন্য) — ফজরের নামাযের পূর্বে এবং দ্বিপ্রহরের সময় যখন তোমরা তোমাদের পোশাক খুলিয়া রাখ এবং ইশার নামাযের পর; এই তিন সময় তোমাদের পর্দার সময়, এই তিন সময় বাদে (ভিতরে যাওয়াতে) তোমাদের জন্য কোন পাপ হইবে না এবং তাহাদের জন্যও কোন পাপ হইবে না, (কারণ) তোমরা পরস্পর একে অপরের নিকট প্রায়ই যাওয়াত করিয়া থাক; এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য বিধানসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া থাকেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজাময়।

৬০। এবং যখন তোমাদের ছেলে-মেয়েরা সাবানক হয় তখন তাহারা যেন সেইভাবে অনুমতি লয় যেভাবে তাহাদের পূর্ববর্তী (বয়ঃপ্রাপ্ত) লোকেরা অনুমতি লইত; এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বীয় বিধানসমূহ বর্ণনা করেন, এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজাময়।

৬১। এবং মহিলাদের মধ্যে যে সকল রুদ্ধা, যাহারা বিবাহের বাসনা রাখে না, তাহাদের উপর কোন পাপ বর্তাইবে না যদি তাহারা সৌন্দর্য প্রদর্শন না করিয়া নিজেদের (উড়নার) কাপড় খুলিয়া রাখে, এবং সংযত থাকাই তাহাদের জন্য উত্তম; বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বপ্রাতা, সর্বজ্ঞানী।

৬২। অন্ধের উপরও কোন দোষ নাই এবং ঋজের উপরও কোন দোষ নাই এবং রুগ্নের উপরও কোন দোষ নাই এবং তোমাদের নিজেদের উপরও (কোন দোষ) নাই যে, তোমরা আহার কর তোমাদের নিজেদের গৃহসমূহ অথবা তোমাদের পিতার গৃহ অথবা তোমাদের মাতার গৃহ অথবা তোমাদের দ্রাতার গৃহ অথবা তোমাদের ভ্রাতার গৃহ অথবা তোমাদের চাচার গৃহ অথবা তোমাদের ফুফুর গৃহ অথবা তোমাদের মামার গৃহ অথবা তোমাদের খালার গৃহ অথবা সেই সব গৃহ হইতে যাহার চাবিসমূহের তোমরা মালিক হইয়াছ অথবা তোমাদের বন্ধুগণের (গৃহসমূহ) হইতে। এইরূপে তোমাদের উপর কোন দোষ বর্তাইবে না যদি তোমরা আহার কর সকলে একত্রে অথবা পৃথক পৃথকভাবে; অতএব যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ কর তখন তোমরা নিজেদের লোকদিগকে সালাম বল, আল্লাহ্‌র তরফ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَ الَّذِينَ مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ  
مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ  
مِنَ الظُّهُورِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْدَةٍ  
لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ  
كُلُّوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ  
اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ⑤

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا  
اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ  
آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ⑥

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا  
فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ  
مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ⑦

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا  
عَلَى الْمَرْبُوعِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ  
بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ  
بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ  
أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ  
أَوْ مِنْ مَلَائِكَةٍ مَقَاتِلَةٍ أَوْ مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْكُلُ  
جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا إِذَا تَخَلَّيْتُمْ  
بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَيْكُمْ فَحَيَّةٌ وَنِعْمَتُ اللَّهِ

হইতে অতি বরকতপূর্ণ ও পবিত্র দোয়া স্বরূপ; এইরূপে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে নিজ বিধানসমূহ বর্ণনা করেন যেন তোমরা বুঝির সহিত কাজ কর ।

مُبَرَّكَ طَيِّبَةٍ كَذَلِكَ يَكُونُ اللَّهُ لَكُمْ الْوَيْتَ لَكُمْ  
يُتَعَقِلُونَ ۝

৬৩ । অবশ্য মো'মেন কেবল তাহারা ইয়াহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের উপর ঈমান আনে এবং যখন তাহারা এই রসূলের সঙ্গে কোন গুরুতর (জাতীয়) কাজের জন্য মিলিত হয় তখন তাহারা তাহার অনুমতি না লওয়া পর্যন্ত কোথাও সরিয়া পড়ে না । নিশ্চয় যাহারা তোমার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে তাহারা ই বস্তুতঃ আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের প্রতি ঈমান রাখে, অতএব যখন তাহারা তাহাদের কোন বিশেষ কাজের জন্য তোমার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে তখন তুমি তাহাদের মধ্য হইতে যাহাকে চাহ অনুমতি দাও এবং তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর । নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

إِنَّا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا  
كُنَّا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْأَلُوهُ  
إِنَّ الَّذِينَ يَسْأَلُونَكَ أَوَّلِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِيُخَاطَبُوا  
فَأَذِنَ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ  
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

৬৪ । তোমরা রসূলের আহ্বানকে তোমাদের মধ্যে তোমাদের একে অপরকে আহ্বান করার ন্যায় মনে করিও না । নিশ্চয় আল্লাহ্ ঐ সকল লোককে জানেন যাহারা তোমাদের মধ্য হইতে পাশ কাটাইয়া (পরামর্শ সভা হইতে) সরিয়া পড়ে । সুতরাং যাহারা তাহার হুকুমের বিরোধিতা করে তাহারা যেন সাবধান হইয়া পড়ে আল্লাহ্‌র তরফ হইতে কোন বিপদ তাহাদিগকে স্পর্শ করে অথবা কোন যন্ত্রণাদায়ক আঘাত তাহাদিগকে স্পর্শ করে ।

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا  
قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَسْأَلُونَ مِنْكُمْ وَلَئِذَا عَلَيْهِمْ حُدُودُ  
الَّذِينَ يَخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ  
يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

৬৫ । ওন ! যাহা কিছু আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে আছে সকলই আল্লাহ্‌র । যাহার (যে অবস্থার) উপর তোমরা আছ উহাকেও আল্লাহ্ জানেন । এবং যেদিন তাহাদিগকে তাঁহার দিকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে, সেদিন তিনি তাহাদিগকে উহার সম্মুখে পূর্ণরূপে অবহিত করিবেন যাহা তাহারা করিত । বস্তুতঃ আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী ।

الَّذِينَ فِيهِ فَا فِي السَّحَابِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ  
عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۚ وَاللَّهُ  
يُحِيطُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝